

শিফোরা লেডিস বিউটি পার্লার

গোলবাজার
(কংগ্রেস ভবনের বিপরীত গলিতে,
দুধের ডিপোর আগে)
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।
এখানে মেকআপ, হেয়ার,
স্কিন-এর সব কাজ যত্ন নিয়ে
করা হয়।

ফোন: 6296011219

গ্রামবাংলার খবর

সংবাদ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

বই প্রকাশ,
সম্পাদনা,
প্রুফ রিডিং
যত্ন নিয়ে কাজ করি।

যোগাযোগ:
7679520350
9748282987

www.grambanglarkhabar.com

f grambanglarkhabar

● বর্ষ: ২৬

● সংখ্যা: ৬

● ৫-২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

● ভাদ্র, ১৪৩৩

● মূল্য: ৫ টাকা

মা



ছবি: সন্দীপ পাঠক

অশোকনগরে শুরু বাণিজ্যিকভাবে অপরিশোধিত খনিজ তেল উত্তোলন

খুলল নতুন সম্ভাবনার দরজা

অমর চক্রবর্তী: দেশের জ্বালানি মানচিত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর। দীর্ঘ আট বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৮ আগস্ট, শুক্রবার অশোকনগরের বাইগাছি ওএনজিসি কেন্দ্র থেকে শুরু হল বাণিজ্যিকভাবে অপরিশোধিত তেল উত্তোলন।

ওএনজিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাটির প্রায় ২,৩৯৬ মিটার গভীর থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে এই অপরিশোধিত তেল। বিশেষ ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে উত্তোলিত তেল পরবর্তীতে পৌঁছে যাবে সংশোধনাগারে।

২০১৮ সালে যে কূপ থেকে প্রথম তেলের সন্ধান মিলেছিল, তার প্রায় ৯৫ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে নতুন করে কূপ খনন করে এই তেলের সন্ধান পাওয়া

যায়। আগের কূপ থেকে পরবর্তীতে আর তেল না মেলায় নতুন কূপ খনন করে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনের উদ্যোগ নেয় ওএনজিসি।

প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন গড়ে ১৫ থেকে ২০ কিউবিক মিটার, অর্থাৎ প্রায় ১৫

থেকে ২০ হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে পাম্পজ্যাক। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিফটে চলবে উত্তোলনের কাজ। দুই পাতায়



ছবি: শান্তনু চ্যাটার্জি

নিজের গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক মঞ্চে

আক্রান্ত আইএসএফ নেতা

সংবাদদাতা: নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক মঞ্চে কোনও অনুমতি না নিয়েই স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি করছে ভিন্নমতের সংস্থা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, এ খবর জানার পর তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইএসএফ নেতা তাপস ব্যানার্জি। আর এরপরই আক্রান্ত হন তিনি। তাঁকে অচেনা এক যুবক ঘুসি মেরে পালিয়ে যায়। ২ আগস্ট রবিবার সকালে এমন ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের বাইগাছি সর্দারপাড়ায়। জানা গেছে, বাইগাছি সর্দারপাড়ায় প্রায় তিন দশক আগে হেমাঙ্গ সাংস্কৃতিক সংস্থা নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন তাপস ব্যানার্জি। সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চা ও আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনের

পরিসর গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। পরে সেখানে এই সংগঠনের একটি কার্যালয়ও গড়ে তোলেন এবং ওই কার্যালয়ে নিজের প্রয়াত স্ত্রী বুলা ব্যানার্জির স্মরণে গড়ে তোলেন 'বুলা ব্যানার্জি স্মৃতি মঞ্চ'।



দুই পাতায়

পড়াশুনোর পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার অদম্য চেষ্টা

নজর কাড়ছে দুইবোনের হাতে তৈরি অলঙ্কার ও শো-পিস

বিক্রম পাল: মাত্র ১৮ থেকে ২০ বছর বয়স। সমবয়সীদের অনেকেরই অবসর কাটে আড্ডায় বা মোবাইল স্ক্রিনে। অথচ, পড়াশুনোর পাশাপাশি নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর লড়াই চালাচ্ছে দুই বোন। হাবড়ার ফুলতলা এলাকার বাসিন্দা সাথী মণ্ডল ও তাঁর বোন নিজেদের হাতে তৈরি রকমারি অলঙ্কার ও ঘর সাজানোর নান্দনিক জিনিসপত্র বিক্রি করে নজর কেড়েছে বহু মানুষের। বাবা অসংগঠিত শ্রমিক। মন্ডপ সজ্জার একজন কর্মী। এরমধ্যেও সাথী ও তাঁর বোন সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে, ঘরে বসে নিজেদের হাতের নিখুঁত কারুকার্যে তৈরি করছে কানের দুল, হার-সহ



নানান আঙ্গিকের অলঙ্কার এবং শো-পিস। আর প্রতিদিন বিকেল হলেই হাবড়া হিজলপুকুর প্রগতি সংঘ ক্লাব ময়দানের বিপরীতে ছোট একটি টেবিলে নিজেদের ভালোবাসার সেসব সৃষ্টিকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে বসে পড়ছে। খুবই সীমিত ও সাময়িক মূল্যে তাঁদের কাছে এই হস্তশিল্পগুলি মিলছে। কিন্তু গত দুই মাস ধরে তাঁরা এই ব্যবসা শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও তাতে দমে যেতে নারাজ এই দুই বোন। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও নিজেদের ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিতে একটি ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজ খুলেছে,

যার মাধ্যমে ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী অর্ডারও নিচ্ছে, আবার অর্ডার অনুযায়ী ক্রেতাদের হাতে জিনিসপত্র তুলেও দিচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন বা বড় কোনও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য ছাড়াই তরুণ প্রজন্মের এই স্বাবলম্বী হওয়ার মানসিকতা এবং অদম্য ইচ্ছেশক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। যেসব মানুষ হস্তশিল্পের অলঙ্কার বা শো-পিস পছন্দ করেন, তাঁরা এই দুইবোনের অনলাইন পেজ থেকে কেনাকাটা করতে পারেন, তাতে এই উদ্যোগীদের স্বপ্নপূরণের পথ অনেকটাই সহজ হতে পারে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে
সংবাদ পরিবেশনই আমাদের লক্ষ্য
নজরে রাখুন
গ্রামবাংলার খবর পাক্ষিক সংবাদপত্র

গ্রামবাংলার খবর অনলাইন
grambanglarkhabar.com

সাহিত্য চর্চার নয়া পরিসর
'খাগ' অনলাইন
khag.grambanglarkhabar.com
এবং ফেসবুক পেজে।



UPI ID: diliproy.journalist@oksbi

আমাদের আবেদন, স্বাধীন এই
সংবাদ মাধ্যমকে আর্থিক অনুদান
দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন।

গ্রামবাংলার খবর	বর্ষ: ২৬ সংখ্যা: ৬ ভাদ্র, ১৪৩৩
------------------------	--

আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম, বিপন্ন গণতন্ত্র

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারতের ক্রমাগত অবনতির খবর এখন আর অজানা নয়। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই দেশ এখন ১৮০ দেশের মধ্যে ১৫৭ অবস্থানে রয়েছে। এদেশে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেই আক্রান্ত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকরা। সম্প্রতি এ রাজ্যের অগ্রণী সংবাদপত্র আনন্দবাজার-এর বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণের ঘটনায় ‘গেরুয়া গুন্ডামি’ শিরোনামে খবর করার কারণে সম্প্রতি তিনি হুমকি দিয়েছেন আনন্দবাজার সংবাদপত্রকে। তাদের ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবিও করেছেন তিনি। যদিও ক্ষমা না চাওয়ায় এরপর আনন্দবাজার দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে গেরুয়া শিবিরের লোকজন। এমনকি আনন্দবাজার দফতরের গেটের দুটি পিলারে তারা গেরুয়া রঙও লাগিয়ে দিয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে কোনও বাধা ছাড়াই সংবাদপত্র দফতরের সামনে এভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছে তারা। এ ঘটনা নজিরবিহীন। এছাড়াও আনন্দবাজারের সম্পাদক ও একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরও করেছে গেরুয়া শিবিরের লোকজন। অন্যদিকে, দেশের রাজধানী দিল্লিতে ৩ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে একটি প্রশ্ন করার অপরাধে ফোর পিএম ইউটিউব চ্যানেলের দুই নারী সাংবাদিককে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে দিল্লি পুলিশ। অভিযোগ, ওই দুই নারী সাংবাদিক ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম জনার পর পুলিশ তাঁদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। বেথড়ক মারধর করা হয় তাঁদের। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া-সহ একাধিক সাংবাদিক সংগঠন। ঘটনার প্রতিবাদ করে তদন্তের দাবি জানিয়েছে তারা। রাজ্য থেকে রাজধানী দিল্লি সর্বত্র প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর প্রতিনিয়ত নানা ধরনের আক্রমণ এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকের ক্রমাবনতি ভারতীয় গণতন্ত্রকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলছে। সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অধিকার যেমন মানুষ হারাচ্ছে, ঠিক তেমনই সরকারও জবাবদিহি করার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী কণ্ঠস্বরকেও দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে গণতন্ত্র। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হওয়া জরুরি। গণতন্ত্র রক্ষায় আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে গণতন্ত্রপ্রেমী রাজনৈতিক দলগুলিকেই। তবেই বিরোধী কণ্ঠস্বরের পরিসর বজায় থাকবে এবং মজবুত হবে গণতন্ত্র।

আক্রান্ত আইএসএফ নেতা

এক পাতার পর
অভিযোগ, কোনও অনুমতি ছাড়াই ওই মঞ্চে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্বাস্থ্য শিবির করছে খবর পেয়ে এদিন বেলা ১২টা নাগাদ সেখানে যান তাপস ব্যানার্জি। তিনি দেখেন, বহিরাগত বেশ কয়েকজন বুলা ব্যানার্জি স্মৃতি মঞ্চে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যানার লাগিয়ে স্বাস্থ্য শিবির করছে। তিনি জানতে চান যে, কে ওই মঞ্চে স্বাস্থ্য শিবির করার অনুমতি দিয়েছে। উদ্যোক্তারা কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় তিনি বলেন, কর্মসূচি যখন নিয়েছেন তা করুন, কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যানার খুলে দিন। এনিয়ে তাঁর সঙ্গে উদ্যোক্তাদের তর্ক শুরু হয়। বেশ কয়েকজন যুবক তাঁকে

ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তার ওপর নিয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সময়ে একজন তাঁর মুখে ঘুসি মেরে পালিয়ে যায়। এরপর সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে অশোকনগর থানায় একটি অভিযোগ পত্র পেশ করেন তাপস ব্যানার্জি। উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আবেদন জানান। এদিন তিনি বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই চলবে। আদিবাসীদের হিন্দু করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই থামাবেন না তিনি। যত বাধাই আসুক, লড়াই চালিয়ে যাবেন।

খুলল নতুন সম্ভাবনার দরজা

এক পাতার পর
শুধু এখানেই নয়, ভবিষ্যতে অশোকনগরে আরও কয়েকটি কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও ওএনজিসি সূত্রে খবর। ফলে এই প্রকল্প ঘিরে আগামী দিনে অশোকনগর তথা বাংলার অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ২৮ আগস্ট শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক তেল উত্তোলনের সূচনা করেন ওএনজিসির ডিরেক্টর (এক্সপ্লোরেশন) ও. পি. সিনহা এবং অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা। অশোকনগর থেকে দেশের জ্বালানি

আপনি ভোট দেন, তাই আপনার অস্তিত্ব: নির্বাচনী বর্জনের গোপন পরিণতি

এস ওয়াই কুরেইশি

দ্য টেলিগ্রাফের প্রাক্তন সম্পাদক আর রাজাগোপালের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জন্য উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। রাজাগোপাল প্রকাশ্যে জানিয়েছেন যে, পুলিশি যাচাইয়ের পর তাঁর পাসপোর্ট নবায়ন আটকে গিয়েছিল, কারণ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চলাকালীন ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি তাঁর নবায়িত পাসপোর্ট পেয়ে গেলেও, আসল ঘটনাটি হলো: একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, যিনি কয়েক দশক ধরে ভোট দিয়ে এসেছেন, তিনি হঠাৎ করেই পাসপোর্ট পেতে অক্ষম হয়ে পড়েন, কারণ ভোটার তালিকায় তাঁর নাম আর ছিল না।

যখন ভোটার তালিকা থেকে বড় আকারে নাম মুছে ফেলার খবর প্রথম আসতে শুরু করে, তখন অনেক নাগরিকের প্রতিক্রিয়া আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন ছিল। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, "আমি তো এমনিতেও কখনও ভোট দিইনি। আমার নাম মুছে গেলে কী আসে যায়?" নির্বাচন কমিশনের এসভিইইপি কর্মসূচির মাধ্যমে ঠিক এই ভোটার উদাসীনতার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর কাজ করার সুবাদে আমি এই মনোভাবটি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম। এটি সেই ব্যাপক বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে যে, ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলার অর্থ এমন একটি সুযোগ হারানো, যা অনেকেই কখনও ব্যবহারই করেননি।

রাজাগোপালের ঘটনাটি দেখিয়ে দেয় যে এই ধারণাটি কতটা ভুল হতে পারে। নির্বাচন কমিশন ধারাবাহিকভাবে সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বস্ত করেছে যে, এসআইআর শুধুমাত্র ভোটার তালিকা তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি ভোটাধিকারের বাইরে অন্য কোনও পরিণতি বয়ে আনে না। সুপ্রিম কোর্টও পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হলে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় না। তবে, বাস্তব পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই সাংবিধানিক পৃথকীকরণ ক্রমশ ক্ষয় হতে শুরু করেছে। আসাম থেকে একটি প্রাথমিক সতর্কতামূলক শিক্ষা পাওয়া যায়। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) ছিল সরাসরি নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি উদ্যোগ। তবুও সেখানেও, এনআরসি থেকে বাদ পড়লেই যে নাগরিকত্ব চলে যেত, তা নয়; এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত কেবল ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই নেওয়া যেত। তা সত্ত্বেও, অনেক পরিবার যাদের নথি এনআরসি প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছিল, তারা বছরের পর বছর ধরে আধার-সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রসঙ্গত, কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো কী কী? গণবন্টন ব্যবস্থার অধীনে ভতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য, শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, বার্ষিক্য, বিধবা ও প্রতিবন্ধী পেনশন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, এলপিজি ভর্তুকি, আবাসন সহায়তা, স্বাস্থ্য বীমা, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর এবং এমনকি সাধারণ ব্যাংকিং পরিষেবা। শিক্ষাটি ছিল সহজ: যদিও একটি সরকারি ডেটাবেস অন্যটির অধীনে অধিকার নির্ধারণের জন্য তৈরি করা হয়নি, তবুও এর প্রশাসনিক পরিণতি প্রায়শই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেত। সেই সম্ভাবনাটি এখন এক কঠোর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

বিহারে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ

দেওয়ার পরিণতির কথা নির্লজ্জ স্পষ্টবাদিতায় বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেছেন যে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিরা ‘রেশন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্প-সহ কোনও সরকারি সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না’ এবং ‘যথাসময়ে তাদের ব্যাঙ্ক পাসবুকও বাতিল করা হবে।’ স্বাধীন ভারতে এই প্রথমবার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াকে প্রকাশ্যে কল্যাণমূলক সুবিধা এবং এমনকি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গও একই পথে হেঁটেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন যে “কোনও মৃত ব্যক্তি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা অ-ভারতীয় ব্যক্তিকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে দেওয়া হবে না”। খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী অশোক কীতনিয়া বলেছেন যে “যাদের নাম এসআইআর-এর মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে, তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন না”। আরেকজন মন্ত্রী যোগ করেছেন যে বাদ পড়া ব্যক্তিরা "দেশের নাগরিক নন বা মৃত... তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন না।" নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বাস দিয়েছিল যে সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। ঠিক সেই আশ্বাসটিই এখন হুমকির মুখে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আসাম, যদিও এসআইআর-এর আওতাভুক্ত নয়, একটি ভিন্ন কিন্তু সমানভাবে শিক্ষণীয় উদাহরণ তুলে ধরে যা প্রকাশ করে যে ভোটার তালিকা সংশোধন কী ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হতে পারে। সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন: “আমার কাজ হলো মিয়া জনগণকে কষ্ট দেওয়া।” তিনি বাংলাভাষী মুসলিমদের “যেকোনো উপায়ে” “কষ্ট” দেওয়ার আহ্বান জানান এবং যোগ করেন: “শুধুমাত্র কষ্ট পেলেই তারা আসাম ছাড়বে... আমরা এটা খোলাখুলি বলছি; আমরা এটা লুকাচ্ছি না।” তিনি আরও ঘোষণা করেন যে আসামের ভোটার তালিকা থেকে ৪ থেকে ৫ লক্ষ "মিয়া" ভোটারকে বাদ দেওয়া হবে এবং পরে ব্যাখ্যা করেন: “আমি আমার সারাজীবনেও তাদের বিতাড়িত করতে পারব না। তাই আমি তাদের উপর চাপ দিতে থাকি, যাতে তারা নিজেরাই চলে যায়।” এটি ভোটার তালিকা হালনাগাদকারী কোনও প্রশাসকের ভাষা নয়, বরং একজন সাংবিধানিক কর্মকর্তার ভাষা, যিনি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াকে বর্জনের একটি হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করছেন।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ যদি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক পরিণতির উদাহরণ হয়, তবে আসাম আরও বেশি উদ্বেগজনক কিছুর উদাহরণ—এর সাথে এখন প্রকাশ্যে জুড়ে দেওয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে, এই ঘটনাগুলো এমন একটি ধারা প্রকাশ করে যা প্রতিটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত।

কে ভোট দিতে পারবে তা নির্ধারণের সীমিত উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা একটি তালিকা এখন নীরবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে যে কারা কল্যাণমূলক সুবিধা, ব্যাংকিং পরিষেবা এবং ভ্রমণ নথি পাবে। একটি কেরানিগত ভুল, একজন

অনুপস্থিত অভিবাসী শ্রমিক, বুথ-স্তরের কর্মকর্তার পরিদর্শনে ব্যর্থতা, বা একটি পুরোনো নথি দেখাতে না পারার মতো ঘটনা এখন এমন এক ধারাবাহিক পরিণতির জন্ম দিতে পারে যা ভোটকেন্দ্রের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি এখন আর কেবল ভোট দেওয়ার অধিকারের বিষয় নয়। এটি রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্কের বিষয়। ভোটার তালিকা একটি সাংবিধানিক উদ্দেশ্য পূরণ করে: অনুচ্ছেদ ৩২৬ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার অধিকারীদের চিহ্নিত করা। কল্যাণমূলক সুবিধাগুলো পৃথক আইন থেকে আসে। ব্যাংকিং সম্পর্ক ভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। পাসপোর্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আইনি কাঠামোর অধীনে জারি করা হয়। নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় নাগরিকত্ব আইনের অধীনে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে নয়। এই আইনি সীমারেখাগুলো বিদ্যমান এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য পরিকল্পিত একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যেন জনজীবনের সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ক্ষেত্রগুলোতে বর্জনের একটি হাতিয়ারে পরিণত না হয়।

যখনই সেই সীমারেখাগুলো বিলীন হতে শুরু করে, তার পরিণতি গুরুতর হয়ে ওঠে। একটি ডেটাবেস থেকে মুছে যাওয়া একজন নাগরিক ধীরে ধীরে আবিষ্কার করতে পারেন যে তিনি আরও অনেক ডেটাবেস থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাই আর রাজাগোপালের ঘটনাটি কেবল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মোকাবেলায় একজন সাংবাদিকের সংগ্রামের গল্প নয়। এটি প্রজাতন্ত্রের প্রতি একটি সতর্কবার্তা। যারা একসময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতেন— “আমি তো এমনিতেও কখনো ভোট দিইনি”— তাদের এখন নতুন করে ভাবার কারণ রয়েছে। তাদের এই উদাসীনতা এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল যে, কেবল ভোটই ঝুঁকির মুখে ছিল। সেই ধারণাটি এখন আর নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।

অবাধ ও সৃষ্ট নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা অপরিহার্য। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে কোনও নাগরিকের অধিকার, পরিষেবা বা সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের মাধ্যম হিসেবে এগুলোকে কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রজাতন্ত্র সর্বদাই ভোটাধিকার এবং নাগরিকত্বের বৃহত্তর অধিকারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই পার্থক্যটি এখন স্বচ্ছতার সাথে এবং অবিলম্বে পুনঃনিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ, যদি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পরিণতিকে ভোটাধিকারের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে ভোটার তালিকা থেকে নাম হারানোর লুকানো মূল্য কেবল একটি ভোট হারানোই নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব থেকে একজন নাগরিকের ক্রমিক বিলুপ্তির সূচনা হিসেবেও প্রমাণিত হতে পারে।

লেখক : এস ওয়াই কুরেইশি ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং ‘অ্যান আনডকুমেন্টেড ওয়াডার: দ্য মেকিং অফ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ইলেকশন’ গ্রন্থের রচয়িতা। লেখাটি ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ প্রকাশিত হয়। এখনও প্রাসঙ্গিক থাকায় ওই লেখাটির বাংলা অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হলো।

‘শিকড়ের সন্ধানে’র শ্রাবণ সন্ধ্যা বারাসাতে

সংবাদদাতা: বারাসাত বনমালিপুর্বে আনন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসভবনে ৯ আগস্ট রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হলো প্রফুল্লনগর ‘শিকড়ের সন্ধানে’র শ্রাবণ সন্ধ্যা। সহযোগিতায় ছিল মধ্যমগ্রামের ‘আমাদের বন্ধু সমাজ’। এদিন সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রীতিরতন ঘোষ। এরপর ‘শিকড়ের সন্ধানে’র পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন মনিমোহন ধর। সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গোবরডাঙ্গার কলতান একাডেমির কর্ণধার পল্লু বসু ও তার দুই মেয়ে বন্যা ও বনি বসু। তবলা সঙ্গতে ছিলেন নবীন শিল্পী অত্রি মজুমদার। এছাড়াও হাবড়া প্রফুল্লনগরের গান্ধার সঙ্গীতালয়ের সঙ্গীত শিক্ষিকা দেবী মজুমদার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দমদম, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, নিউ ব্যারাকপুর থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ কবিতা, নৃত্য, সংগীত এবং



গল্পকথা পরিবেশন করেন। সম্মানিত শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাসি হরি, ঝরনা পাল, ডালিয়া দাস, ডা: তপন কুমার বিশ্বাস, মৌসুমী পাল, রঞ্জনা নন্দী, গায়েত্রী ভট্টাচার্য ও সত্যকাম ভট্টাচার্য, শিশুশিল্পী নবশ্রী পাল ও আদ্রিত ঘোষ। গিটার সঙ্গতে ছিলেন নবীন শিল্পী নীলাদ্রি পাল।

সমাপ্তি ভাষণ দেন ‘শিকড়ের সন্ধানে’র সুভাষচন্দ্র দে। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন দীপাঘিতা ধর ঘোষ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন ‘আমাদের বন্ধু সমাজ’-এর সম্মানিত সদস্য আনন্দ ভট্টাচার্য, মোহন বসু ও অরুণ সাহা।

রাজ্যের বৃহত্তম কর্মমেলা ‘কর্মসংস্থানের হাট’

হকার স্পেশালে এবার ২০০০ বেশি চাকরির সুযোগ

অভিজিৎ সান্যাল: অশোকনগর কমলা নেহরু বালিকা বিদ্যালয়ে ২ আগস্ট রবিবার সকাল ১০টায় থেকে শুরু হয় রাজ্যের বৃহত্তম কর্মমেলা ‘হকার স্পেশাল কর্মসংস্থানের হাট’। সম্প্রতি কর্মহীন হয়ে যাওয়া হকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই হাটে ছিল বিপুলসংখ্যক কর্মপ্রার্থীর ভিড়। এদিন হকার ছাড়াও এমন বহু মানুষকে ফর্ম ফিলাপের

আওতায় রাখা হয়, যাদের কাজের জরুরি দরকার আছে। কর্মসংস্থানের হাটের মুখ্য সংগঠক সঞ্জয় দাস জানান, এই হাটে নাম নথিভুক্তিকরণের কাজে যুক্ত হয়েছে ৯টি কোম্পানি। অটোমোবাইল, ম্যানুফাকচারিং, লজিস্টিকস, কনস্ট্রাকশন এবং অন্যান্য নিয়ে প্রায় ১৫ রকম বেসরকারি সংস্থায় কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। জানা গেছে, এদিন প্রাথমিক পর্যায়ে

এক হাজারেরও বেশি কর্মপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাদের নির্দিষ্ট ভাবে কাজের অফারও দেওয়া হয়েছে। আর এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে একমাসের মধ্যে। এদিন প্রায় ২০০০ কর্মপ্রার্থীর আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের ফর্ম ফিলাপের দিন পরে ঘোষণা করা হবে।

ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বারাসাতে মানবাধিকার সংগঠন-সহ

বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিল

সংবাদদাতা: গুন্ডা আইন বাতিল করো, এনকাউন্টার চলবে না, এনকাউন্টারের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, নিট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী যুবদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ চলবে না, বাদ পড়া ভোটদরদের অবিলম্বে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি দাবিতে ২ আগস্ট রবিবার বিকেলে গণ প্রতিবাদী মঞ্চ (বারাসাত),

এপিডিআর বারাসাত শাখা, সিপিডিআরএস, বৃহত্তর বারাসাত প্রতিবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি মঞ্চ ও বিভিন্ন গণ সংগঠনের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিল বারাসাত রেল স্টেশন ১নং প্লটফর্ম চত্বর থেকে শুরু হয়ে বারাসাত শহর পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে গণ সংগঠনগুলির পক্ষে নোটন কর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আজ দেশ-সহ বাংলায় ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শ্রমজীবী-সহ ছাত্র

যুবদের উপর তীব্রভাবে নেমে এসেছে। বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই হকার উচ্ছেদ থেকে বিচার বহির্ভূত এনকাউন্টার করেছে। গুন্ডা আইন তৈরি করেছে মূলতঃ বিরোধীদের, সংখ্যালঘু ও প্রতিবাদকারীদের দমন করার জন্য। মনীষীদের চরম অবমাননা করা হচ্ছে, বিরোধীদের উপর ‘মববাজী’ করা হচ্ছে ইত্যাদি। তিনি ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলার আহ্বান জানান।

রেডিওতে মহালয়ার অন্যতম রূপকার

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

অভিজিৎ সান্যাল: রেডিওতে মহালয়ার অন্যতম রূপকার, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হলো তাঁর উত্তর কলকাতার বাসভবনে, রামধন মিত্র লেনের বাড়িতে। ৪ আগস্ট সকাল ৯টায় প্রতিবছরের মতোই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ির কাছে তাঁর আবক্ষ মূর্তির সামনে জমায়েত হন বহু মানুষ। এবছর উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর বিষয়ক মন্ত্রী এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবক্ষমূর্তিতে মন্ত্রী মাল্যদান করেন এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান বহু মানুষ। এরপর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাসভবনের ভিতরে দাঁড়িয়ে দর্শকদের সামনে ওই বাড়ির ইতিহাস ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জীবনের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন তাঁর এক বিশিষ্ট আত্মীয়। স্থানীয় খ্যাতিসম্পন্ন দুর্গাপূজো কমিটির পক্ষ থেকে মন্ত্রীর কাছে দুটি আবেদন করা হয়। এক, আকাশবাণী ভবনের সামনের আইল্যান্ডে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মূর্তি স্থাপিত করা হোক। আর দুই, শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম মহিষাসুরমর্দিনীর অমর স্রষ্টার নামে করা হোক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র স্মৃতি পরিষদ আর জন্মোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সদস্যরাও পরে তাঁর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।



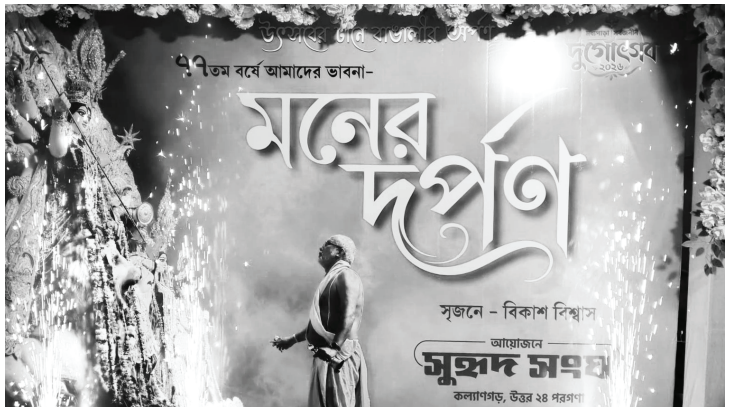
মুজাফফর আহমেদের জন্মদিবস উদযাপন

সংবাদদাতা: ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মুজাফফর আহমেদের ১৩৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে অশোকনগরের শেরপুর মোড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সিপিআই(এম)-এর অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ৫, ৭, ৮ ও ৯ আগস্ট এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বাইসাইকেল র্যালি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সম্মেলন, তাঁদের হাতে বস্ত্র ও বৃক্ষ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো ও প্রশ্নোত্তর

প্রতিযোগিতা, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রয়াত পীযুষ ঘোষ ও জ্যোৎস্না ঘোষের স্মরণে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এর সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরে বহু মানুষ রক্তদান করেন। সন্ধ্যায় ‘দেশভাগের ইতিহাস ও বামপন্থীদের ভূমিকা’ শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা দেন পলাশ দাশ। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কিরণ মজুমদারকে প্রদান করা হয় মুজাফফর আহমদ স্মৃতি স্মারক। সমবেত সংগীত, পুরস্কার বিতরণ ও ‘বুলডোজার’ নাটকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কল্যাণগড় সুহৃদ সংঘের খুঁটি পূজো

আশিস কুমার ঘোষ: খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে অশোকনগর কল্যাণগড়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্লাব কল্যাণগড় সুহৃদ সংঘের ৭৭তম বর্ষের শারদ উৎসবের সূচনা হলো। ২ আগস্ট রবিবার সংঘ প্রাঙ্গণে খুঁটি পূজো উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার বাগ, অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুময় ঘোষ ও সুহৃদ সংঘের সদস্যরা। বিকাশ বিশ্বাসের ভাবনা ও পরিকল্পনায় এদের এবারের শারদ উৎসবের থিম ‘মনের দর্পণ’। এদিন সুহৃদ সংঘের সভাপতি ননীগোপাল ভট্টাচার্য জানান, বৃহত্তর অশোকনগর কল্যাণগড় এলাকায় তাঁদের ক্লাবই সবচেয়ে প্রাচীন দুর্গোৎসবের আয়োজক। পূজো উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে দুহুদের মধ্যে বস্ত্রদান, নরনারায়ণ সেবা ইত্যাদি।



গ্রামবাংলার খবর শরৎ সংখ্যা ১৪৩৩

- মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
- এই সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশে আগ্রহীরা তাঁদের লেখা ডাকে বা ইমেলে পাঠাতে পারেন।
- পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক।
- লেখাটিকে মৌলিক হতে হবে। কোথাও যেন প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তেমন লেখা পাঠাবেন।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত লেখাও পাঠাবেন না।
- লেখা মনোনীত হলে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে।
- লেখা পাঠানোর ঠিকানা

গ্রামবাংলার খবর

৪৯১ সি/৪ অশোকনগর, পো:- অশোকনগর, জেলা :- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন:- ৭৪৩২২২

Email: diliprojournalist@gmail.com

বিজেপি-আরএসএসের হামলার বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিবাদ মিছিল অশোকনগরে



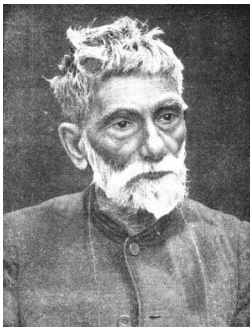
সংবাদদাতা : বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির উপর বিজেপি-আরএসএসের হামলার বিরুদ্ধে অশোকনগরে যৌথ প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম, সিপিআই, কংগ্রেস, আইএসএফ ও সিপিআইএমএল (লিবারেশন)। অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনের পর থেকেই অশোকনগরে বিরোধী রাজনৈতিক

দলের নেতা কর্মীদের ওপর বিজেপি, আরএসএস- এর হামলা শুরু হয়। সেই হামলা ক্রমশবেড়ে চলেছে। বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের কর্মী, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও আইএসএফ নেতা তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তাপস ব্যানার্জীর উপরে হামলা হয়েছে। কোথাও জিমে গিয়ে সম্মানবাদী খোঁজা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এলাকায় সুস্থ

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখতে ৭ আগস্ট শুক্রবার বিকেলে সিপিআই, সিপিআই (এম), সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, জাতীয় কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর যৌথ প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত হয়। এরপর অশোকনগর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপযুক্ত পদক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানান। এদিন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিআই নেতা ডাঃ সুজন সেন, সিপিআই (এম) নেতা সত্যসেবী কর, বাবুল কর, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর অনুপ মজুমদার, আইএসএফ প্রার্থী নেতা তাপস ব্যানার্জী ও কংগ্রেস নেতা শঙ্কর দাস। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে বহু মানুষ এই মিছিলে পা মিলিয়েয়েছেন বলে খবর।

বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৬তম জন্মদিবস উদযাপন করল খুলনা সমিতি

সুদিন গোলদার: হাবড়ায় বিশিষ্ট রসায়ণ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৬তম জন্মদিবস উদযাপন করল খুলনা সমিতির হাবড়া শাখা। ২ আগস্ট রবিবার বিকালে হাবড়া গার্লস হাইস্কুলের সুদৃশ্য অডিটোরিয়ামে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুক্লা চন্দ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠনের সভাপতি ডা. দুলালকৃষ্ণ দাস। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্বে সংগঠনের হাবড়া শাখার সদ্যপ্রয়াত কার্যকরী সভাপতি গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির



আসন অলংকৃত করেন অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. মনোজকুমার ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক পিনাকপানি দত্ত।

এদিন এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগঠনের সদস্য রতন শিকদার, সংগঠনের মধ্যমগ্রাম শাখার সম্পাদক আগমনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারাসত শাখার সম্পাদক পার্থ দাস। এরপর বিজ্ঞানী তথা সমাজকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আলোকপাত করেন। উপস্থিত ছিলেন সমিতির হাবড়া শাখার প্রধান উপদেষ্টা দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সবশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের হাবড়া শাখার সম্পাদক তপনকুমার দাম। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নন্দা চক্রবর্তী।

মানব সেবায় ফের চমক

অশোকনগরের নবায়ন সংস্থার

অমর চক্রবর্তী: ফের ১২০ জন প্রতিবন্ধী মানুষের হাতে ট্রাই-সাইকেল, শ্রবণযন্ত্র, কোমরের বেগ্ট ও ব্যাটারিচালিত গাড়ি তুলে দিয়ে নজির গড়ল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের নবায়ন সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৯ আগস্ট রবিবার অশোকনগরের কচুয়া মোড় মিলন সংঘে আয়োজিত হয় এই মহতী কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগরের বিধায়ক ডা. সুময় হীরা, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র, কংগ্রেস নেত্রী ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী, অশোকনগরের বিজেপি নেতা বাপি মিত্রি, নেত্রী রিংকি সুর, বিজেপি নেতা কানু বিশ্বাস, পলাশ দাস প্রমুখ। নবায়ন সংস্থার কর্ণধার দীপক কর জানান, সারা বছর ধরেই তাঁদের সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়। কয়েকমাস



আগেও শতাধিক প্রতিবন্ধী ও অসহায় মানুষের হাতে ব্যাটারিচালিত গাড়ি-সহ বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ফের ১২০ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জাম। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যেই এই কর্মসূচি সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার

ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরও সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন। মানবিক এই উদ্যোগ ঘিরে এদিন মানুষের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিবন্ধী মানুষজন সহায়ক সরঞ্জাম পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি।

ছবি: গৌতম সমাদ্দার



ছবি: পার্থ মিত্র

প্রেস ক্লাবে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন



সংবাদদাতা: সারা দেশের পাশাপাশি অশোকনগর প্রেস ক্লাবেও ১৫ আগস্ট শনিবার উদযাপিত হলো ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। এদিন সকালে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রলয় কুমার দত্ত। প্রেস ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন কার্যকরী সভাপতি শ্যামল চ্যাটার্জি। এরপর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে তাঁর প্রতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সদস্যরা। অমর শহীদদের স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন প্রলয় কুমার দত্ত, আশিস কুমার ঘোষ, কার্তিক হিন্দু ও সৈকত মিত্রী। এদিন উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক অমর চক্রবর্তী ও পার্থ মিত্র এবং গৌতম সমাদ্দার, বিক্রম পাল, অমল পালিত, তন্ময় বণিক, অভিজিৎ ঘোষ, দিলীপ রায় প্রমুখ। সবশেষে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এদিনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বারাসাতে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর শহীদ দিবস স্মরণ

সংবাদদাতা: শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে স্মরণ করলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বারাসাতের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ১১ আগস্ট মঙ্গলবার বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ১১৮তম আত্মবলিদান দিবসে বারাসাতে সরকারি মহাবিদ্যালয়ের পাশে স্থাপিত তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান তাঁরা। এদিন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর শহীদ দিবস স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর বারাসাত প্রতিবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি

মঞ্চ-সহ বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ওই বক্তারা বলেন, যখন পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চলছে তখন শহীদ ক্ষুদিরাম-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের দেশের জন্য আত্মত্যাগ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই আরও বেশি বেশি করে স্মরণ করতে হবে। বিপ্লবীদের আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

প্রাক্তন সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস উদযাপন করল রামমোহন লাইব্রেরি

অভিজিৎ সান্যাল: কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরির প্রাক্তন সভাপতি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও দেশব্রতী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করল রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম। ২ আগস্ট রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় লাইব্রেরির রায় দেবনাথ সভাগৃহে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনায় নবরূপে সজ্জিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কক্ষ-ঐতিহ্যবাহী গ্রামাফোন রেকর্ড সংগ্রহশালা'-র দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। এরপর প্রদর্শিত হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন ও কর্মের উপর আধারিত তথ্যচিত্র 'অ্যান অ্যানালাইসিস গুরু রিবর্ন'। উল্লেখ্য, এই তথ্যচিত্রটি প্রযোজনা করেছে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন। আর পরিচালনা করেছেন মুজিবর রহমান। রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুমের সভাপতি সুবীর গাঙ্গুলি ও সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত মিত্র এ খবর জানিয়েছেন।

সত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক দিলীপ রায় কর্তৃক ৪৯১/৪ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, সূচক- ৭৪৩২২২ থেকে প্রকাশিত এবং আয়েষা প্রিন্টার্স, মালিয়াকুড়, বামনগাছি উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।

দূরভাষ: ৭৬৭৯৫২০৩৫০/৯৭৪৮২৮২৯৮৭, ই-মেল: diliprojournalist@gmail.com

সম্পাদক: দিলীপ রায়

RNI NO: WBBEN/1999/1256